ক্রমিক নং-৩

২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কি রকম দেখতে চাই?

জয়া বসাক

মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ?

বেগম রোকেয়া হল

রোলঃ ৩০৯

শিরোনাম ঃ "২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কি রকম দেখতে চাই?"

পারম্ভিকা ঃ

"ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আঝে দেশ এক সকল দেশের সেনা"। জন্মের পর চোখ মেলে যে দেশটিতে আলো পেয়েছি, সে দেশটি হলো আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ যা এই বিশ্বব্রক্ষান্ডে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একদা এই দেশটি মাথা তুলে দাড়াবার জন্য অনেক জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছে। অবশেষে স্বাধীনতার লাল সূর্য পর্ব আকাশে রাঙা হয়ে উঠে। অসংখ্য নদী-নালা ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এই দেশটি ৬৪টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা অন্যতম।

ময়মনসিংহের পরিচিতিঃ ময়মনসিংহ ঢাকা বিভাগে অন্যতম জেলা শহর। এটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ নামে পরিচিত। এটি ঢাকা বিভাগের উত্তরে অবস্থিত। ব্রক্ষপুত্র নদকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ শহর গড়ে উঠেছে। ময়মনসিংহ জেলা ১ম মে, ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর আয়তন ৪,৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার। ময়মনসিংহ শহর ১২টি উপজেলা, ১৪৬টি ইউনিয়ন, ২,৭০৯টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। এর বুক চিরে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, বানার, শীতলক্ষ্যা ইত্যাদি নদ-নদী বয়ে গেছে।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ ময়মনসিংহ জেলায় অনেক ঐতিহ্যবাহী ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে। স্থানগুলো হলো নজরুলের স্মৃতিময় দরিরামপুর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গারো পাহাড়, চীনামটিতে সমৃদ্ধ বিজয়পুর। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি এশিয়া মহাদেশে একমাত্র বৃহত্তম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী এই বিদ্যাপীঠে আসে জ্ঞান অর্জনের জন্য। এছাড়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা এই বৃহত্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত।

বর্তমানের ময়মনসিংহঃ কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সবক্ষেত্রেই এই শহরের অবস্থা উন্নত নয়। বর্ষাকালে রাস্তা পানিতে ডুবে যায়। এতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। বিদ্যুতের প্রচুর চাহিদা থাকা শর্তেও সময়মতো যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রাজনীতির দিক দিয়েও অস্থিরতা বিরাজ করছে। নানা রকম অন্যায় কার্যকলাপ ঘটলে ও তার সুষ্ট বিচার হচ্ছে না। ফলে নিত্য নৈমিত্তিক অপরাধমূলক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। এখানে অনেক লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। দুমুঠো দুবেলা অন্ন যোগাতে পারেনা। ফলে অনেক নানা রোগ ও অপুষ্টিতে ভোগে। ময়মনসিংহ এমন অনেক পল্লী গ্রাম আছে যেখানে এখনো শিক্ষার আলো পৌছায়নি। ফলে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে দিনাতিপাত করছে। সেখানে এখনো বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের জন্য অনেক মেয়ে অকালে বলি হয়ে যাচ্ছে।

২০৩১ সালে প্রত্যাশিত ময়মনসিংহ শহরঃ ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ নগরীকে উন্নত নগরী হিসাবে দেখতে চাই। এখানে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল নগরী গড়ে তোলার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার আলোকে ময়মনসিংহ শহরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গুলোর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করে একে উন্নত ও ডিজিটাল নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে পারি।

শিক্ষার উন্নতিঃ ময়মনসিংহ শিক্ষার দিক থেকে অনেক এগিয়ে থাকলে, সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৯.১১%। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারনশীল হলে ও শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতি লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহের এই অবস্থার প্রধান কারণ হলো শিক্ষার মান যুগোপযোগী নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর দূর্নীতি প্রবেশ করেছে। অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে থাকায় দেশের নানা স্থান থেকে শিক্ষার্থী আসে। কিন্তু তারা এখানে এসে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। ফলে তাদের অনেক পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। অতএব শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশী

সক্রিয় হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের জন্য দূর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। তাহলে ময়মনসিংহ নগরী পরিপূর্ণ শিক্ষারকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে।

দূষণমুক্ত পরিবেশঃ ময়মনসিংহের পরিবেশ খুবই বিশৃঙ্খল। পরিবেশ দূষনের পরিনতি যে কত মারাত্বক হতে পারে তা এখন কেবল অনুমানের বিষয় নয়। মানুষ ইতোমধ্যে তা হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছে। আবর্জনা নিষ্কাশনের কোন সুষ্ট ব্যবস্থা নেই। ফলে আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা হচ্ছে। সেগুলো পচে গলে নানা রকম দূর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফলে অনেকে নানা রকম রোগে ভুগছে। পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা না থাকায় নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের উচিত সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাহলে ময়মনসিংহ শহরকে আমরা দূষণমুক্ত শহর হিসাবে দেখতে পাবো।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতি উন্নয়নঃ ময়মনসিংহ ভাটিয়ালী গানের দেশ হিসাবে অধিক পরিচিত। অনেক বিখ্যাত শিল্পী এখানে জন্ম গ্রহণ করেছেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা এই ময়মনসিংহে অবস্থিত।

আধুনিক জীবনঃ বর্তমান মানব সভ্যতা পুরোপুরি বিজ্ঞান নির্ভর। মানবজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রভাব লক্ষণীয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সকল কিছুতেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমাদের ময়মনসিংহে যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে। বর্তমানে ফ্যাক্স, সেলুলার ফোন, পেজার, স্যাটেলাইট, টেলিফোনের মতো উন্নত তথ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে তথ্যের আদান-প্রদানের গতি বেড়ে গেছে। আমরা চাই ময়মনসিংহ শহরে এসব আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার যেন বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি ময়মনসিংহ নগরীকে আমরা আধুনিক জীবন ধারায় পরিনত করতে চাই।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কম্পিউটারঃ কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান। ময়মনসিংহ শহরকে উন্নত করতে হলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কম্পিউটার প্রয়োজন। আমরা আমাদের জীবনকে কম্পিউটারে সাহায্যে অনেক পরিবর্তন করতে পারি। আমরা আমাদের অফিস, আদালতের কার্যাবলি কম্পিউটারের মাধ্যমে করতে পারি। ফলে আমাদের এই ময়মনসিংহ নগরী একটি ডিজিটাল নগরীতে পরিনত হতে পারবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ ময়মনসিংহে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন একটা উন্নত নয়। রাস্তাঘাট সুষ্ঠ মেরামতের অভাবে যানবাহন চলাচল ব্যহত হচ্ছে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করে। মাঝে মাঝে নানা রকম বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে। ফলে অনেক মানুষ প্রান হারায়। এমনকি অনেকের সুষ্ঠ জীবনযাপন ব্যহত হয়। ফলে রাস্তা-ঘাট গুলো মেরামত করতে হবে। এতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। ফলে ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ উন্নত নগরীতে পরিনত হবে।

ব্রহ্মপুত্র নদের সংস্কারঃ ময়মনসিংহের ভিতর দিয়ে যে নদটি বয়ে চলে গেছে তার নাম হলো ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু এখন এ নদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। পলি পড়ে এর তলদেশ অনেকটা ভরাট হয়ে গেছে। ফলে নদীতে নৌ চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে, মাছ কমে যাচ্ছে। নদী ভরাট করে গড়ে উঠেছে নগরী। অবৈধভাবে নদীর তীরে অনেক দোকান পাট গড়ে উঠেছে। এগুলোর সংস্কার সাধন করে ব্রহ্মপুত্র নদকে ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা করে পুরনো ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যায়ে রুপান্তরঃ ময়মনসিংহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার জন্য ভিড় জমাচ্ছে। কিন্তু তাদের তেমন পাড়াশোনার উন্নতি হচ্ছে না। তাই ময়মনসিংহকে সমৃদ্ধ করতে চাইলে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদান করতে হবে। যদিও এখনো ত্রিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তবুও এর যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। কেননা এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার কোন সুব্যবস্থা নেই। দূর থেকে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। এজন্য তাদের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইভটিজিং প্রতিরোধঃ ময়মনসিংহ শহরে ইভটিজিং এর প্রভাব ব্যাপক। মেয়েরা প্রতিনিয়ত ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে। ফলে তারা নির্ভয়ে স্কুল-কলেজে যেতে পারছেনা। এমনকি নানা রকম মানসিক রোগে ভুগছে। পিতা-মাতা তাদের মেয়েদেরকে নির্ভয়ে স্কুল-কলেজে পাঠাতে পারে না। ফলে তারা তাদের মান সম্মানের জন্য তাড়াতাড়ি মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। ফলে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে। তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারছে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে। মেয়েদের এই সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্য ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

সন্ত্রাসমুক্ত ময়মনসিংহঃ সন্ত্রাসের কারনে আমরা কোথাও অবাধ বিচরণ করতে পারি না। দিনে-দুপুরে সন্ত্রাসীরা আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। অনেক সময় তাদের হাতে অনেক পথচারীর প্রাণ হরণ হয়। তারা তাদের ক্ষমতা বলে নানা রকম অন্যায় মূলক কাজকর্ম করে। তারা বিভিন্ন কায়দায় চাঁদাবাজি করে। আর কেউ যদি চাঁদা দিতে না চাই তাহলে তার উপর চলে জুলুম অত্যাচার। জুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা তাদের আয়ের সমস্ত অংশই দিয়ে দেয়। ফলে গরীব মানুষের দুঃখের সীমা থাকে না। তাই আমাদেরকে এই সন্ত্রাসদের বিরুদ্দে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমাদের এই ময়মনসিংহ শহর সুন্দর হয়ে উঠবে।

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনঃ অনেক গরীব শিশু লেখাপড়া করতে পারে না দারিদ্র্যতার কারনে। তাদের পিতা-মাতা পরিবারের আয়ের জন্য তাদের দিয়ে নানা রকম কঠিন কাজ করায়। ফলে তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না। এ জন্য কর্মজীবি শিশুদের নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ফলে তাদের উপার্জনও হলো। এমনকি তারা তাদের পড়াশুনা চালাতে পারলো। ফলে তারা অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। তাই ময়মনসিংহে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যাতে কর্মজীবি শিশুরা রাতে পড়াশুনা করতে পারে।

চিত্র বিনোদনের কেন্দ্র স্থাপনঃ সারাদিন কাজ করতে করতে আমাদের মনে ক্লান্তি আসে। তাই আমাদের চিত্ত বিনোদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য কিছু পার্ক, উদ্যান স্থাপন করা চাই। ফলে শিশু, আবাল-বৃদ্ধ, বনিতা এমনকি সব বয়সের মানুষ সেখানে যেতে পারবে। তারা তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য নানারকম অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাই এজন্য ময়মনসিংহ শহরে চিত্ত বিনোদনের জন্য অনেক পার্ক স্থাপন করতে হবে।

মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাঃ ময়মনসিংহে অনেক মাদক কারখানা আছে। ফলে আমাদের যুব সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। নানা রকম অন্যায় মূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছে।ফলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে পড়ছে। ফলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য মাদক কারখানাগুলোর ধ্বংশ করতে হবে। তাদের প্রতি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাবোর্ড স্থাপনঃ ময়মনসিংহ শহরে ঢাকা বোর্ডের অনুরূপ আরেকটা শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করতে হবে। তার কারন, পড়াশোনা ভিত্তিক কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে ঢাকা শহরে ছুটে যেতে হয়। অনেকে ঢাকা শহর ভালোভাবে চেনে না। ফলে তাদেরকে অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তাই ময়মনসিংহ শহরে একটা শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করা উচিত। যাতে শিক্ষাভিত্তিক যেকোন অসুবিধা সহজেই ময়মনসিংহ শহরে সমাধান করা যায়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ ময়মনসিংহ শহরে অনেকে বেকার অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কোন চাকুরী পাচ্ছে না। এজন্য অনেকে নানা রকম অন্যায়মূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এজন্য তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে। নানা রকম ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করে তারা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

বিভাগ চাইঃ ময়মনসিংহ বাসীর দীর্ঘ দিনের চাওয়া, ময়মনসিংহকে বিভাগ করা। এজন্য অনেক র‍্যালি বের হয়েছে। অনেক জনসভা বসে। নানা রকম অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। তাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন আমাদের এই জেলাকে বিভাগে পরিনত করার জন্য বিবেচনা করুন। এতে ময়মনসিংহের অনেক উন্নতি হবে। ২০৩১ সালে আমাদের সকলের স্বপ্ন যে, জেলা ময়মনসিংহ শুরু নয়, বিভাগ ময়মনসিংহ দেখতে চাই।

উপসংহারঃ যত দিন যায় ততই আমাদের চারপাশে নানা পরিবর্তন হয়। সেরকমই আমাদের সকলের প্রত্যাশা ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ তার সকল জীর্ণতা কাটিয়ে একটি সুন্দর, সুস্থ নগরী হিসাবে গড়ে উঠুক। আর ২০৩১ সালে ময়মনসিংহকে উন্নত নগরী হিসাবে দেখতে চাইলে আমাদের যুব সমাজ একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। তাদের কঠোর পরিশ্রমে ময়মনসিংহহয়ে উঠবে অন্যতম নগরী।